



83172 - গোসলের পরপূর্ণ পদ্ধতি ও জায়যে পদ্ধতি

প্রশ্ন

আমি নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে হায়যে থেকে পবিত্র হওয়ার গোসল করি: ১. মনে মনে পবিত্র হওয়ার নয়িত করি; মুখে উচ্চারণ করি না। ২. শুরুর্তে আমি “শাওয়ার” এর নীচে দাঁড়াই এবং গোট্টা দহেরে উপর পানি প্রবাহতি করি। ৩. লুফা ও সাবান দিয়ে সম্পূর্ণ শরীর ধুইত করি; এর মধ্যতে লজ্জাস্থানও রয়ছে। ৪. শ্যাম্পু দিয়ে আমার সবগুলোট্টে চুল ধুইত করি। ৫. এরপর শরীর থেকে সাবান ও শ্যাম্পু দূর করি, তারপর ডান পার্শ্বতে তনিবার পানি ঢালি। এরপর বামপার্শ্বতে তনিবার পানি ঢালি। ৬. এরপর ওয়ু করি। সম্পূর্ণত আমি জিনেছে যতে, আমি গোসল করার সঠিকি পদ্ধতি অনুসরণ করছি না। আমি আপনাদরে কাছতে প্রত্যাশা করছি, আমি যতে এত বছর যাবৎ উপরোল্লখেতি পদ্ধতিতে গোসল করে আসছি এট্টা কি ভুল; নাকি ঠিকি? যদি ভুল হয়, সঠিকি না হয় তাহলে বগিত এত বছররে এই ভুলরে সংশোধনরে জন্য আমিকি করতে পারি। আমার এত বছররে নামায, রোযা কি বাতলি ও অগ্রহণযোগ্য? যদি তমেনই হয় তাহলে এর সংশোধনতে আমিকি করতে পারি? অনুরূপভাবে আমি আপনাদরে কাছতে প্রত্যাশা করছি যতে, আপনারা আমাকে হায়যে থেকে ও জানাবাত (অপবিত্রতা) থেকে গোসল করার সঠিকি পদ্ধতি অবহতি করবনে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

উল্লখেতি পদ্ধতিতে আপনার গোসল সঠিকি ও গ্রহণযোগ্য; আলহামদুললিলাহ। আপনার কিছু সুননত ছুটে গেছে; কনিত্তু গোসলরে শুদ্ধতার উপর এর কোন প্রভাব নহে।

গোসল দুই ধরণরে হতে পারে: ন্যূনতম বা জায়যে পদ্ধতি, পরপূর্ণ পদ্ধতি।

জায়যে পদ্ধতিতে মানুষ শুধু ফরযগুলো আদায় করে ক্শান্ত হয়; সুননত ও মুস্তাহাব আদায় করে না। সতে পদ্ধতিটি হচ্ছতে: পবিত্রতার নয়িত করবতে। এরপর গড়গড়া কুলি ও নাকে পানি দেওয়ার সাথে গোট্টা দহতে পানি ঢালবতে; সটো যভোবতে হতে না কনে; শাওয়াররে নীচে, সমুদরে নমেতে, বাথটাবে নমেতে ইত্যাদি।

আর গোসলরে পরপূর্ণ পদ্ধতি হচ্ছতে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যভোবতে গোসল করছেনতে সভোবতে গোসলরে সকল সুননত আদায় করে গোসল করা। শাইখ উছাইমীনকে গোসলরে পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞেসে করা হলে জবাবে তনি বলনে: গোসল করার পদ্ধতি দুইটি:



প্রথম পদ্ধতি: ফরয পদ্ধতি। সটো হচ্ছ- গটো দহে পানি ঢালা। এর মধ্যে গড়গড়া কুলি ও নাক পানি দয়োও রয়েছে। সুতরাং কটে যদি যি কোনভাবে তার গটো দহে পানি পটোঁছাত পারে তাহলে সে বড় অপবিত্রতা মুক্ত হয়ে পবিত্র হয়ে যাবে। যহেতে আল্লাহ তাআলা বলছেন: “যদি তোমরা জুনুবিহও তাহলে প্রকৃষ্টভাবে পবিত্রতা অর্জন কর।”[সূরা মায়দো, আয়াত: ৬]

দ্বিতীয় পদ্ধতি: পরপূরণ পদ্ধতি; সটো হচ্ছ- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যভাবে গোসল করতেন সেভাবে গোসল করা। যে ব্যক্তি জানাবাত (অপবিত্রতা) থেকে গোসল করতে চায় তিনি তার হাতের কব্জদ্বয় ধৌত করবেন। এরপর লজ্জাস্থান ও লজ্জাস্থানে যা লগে আছে সেসব ধৌত করবেন। এরপর পরপূরণ ওয়ু করবেন। এরপর মাথার উপর তনিবার পানি ঢালবেন। এরপর শরীরের অবশিষ্টাংশ ধৌত করবেন। এটাই হচ্ছ পরপূরণ গোসলের পদ্ধতি।[ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম থেকে সমাপ্ত, পৃষ্ঠা-২৪৮]

দুই:

জানাবাত (অপবিত্রতা) এর গোসল ও হায়যেরে গোসলের মধ্যে কোন পার্থক্য নই। তবে, অপবিত্রতার গোসলের চয়ে হায়যেরে গোসলে মাথার চুল অধিক প্রকৃষ্টভাবে মর্দন করা মুস্তাহাব। অনুরূপভাবে নারীর রক্ত প্রবাহতি হওয়ার স্থানে সুগন্ধি ব্যবহার করাও মুস্তাহাব যাত করে দুর্গন্ধ দূর হয়ে যায়। ইমাম মুসলিমি (৩৩২) আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: “আসমা (রাঃ) একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে হায়যেরে গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেসা করল। তিনি বললেন, তোমাদের কটে পানি ও বরই পাতা নিয়ে সুন্দরভাবে পবিত্র হব। তারপর মাথায় পানি ঢালে দিয়ে ভালভাবে রগড়ে নবি যাত করে সমস্ত চুলেরে গোটায় পানি পটোঁছো যায়। তারপর গায় পানি ঢালবে। এরপর একটা সুগন্ধিযুক্ত কাপড় নিয়ে তা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করবে। আসমা বলল: তা দিয়ে কভিবে পবিত্রতা অর্জন করবে? তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ! তা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করবে। অতঃপর আয়শো (রাঃ) তাঁকে যনে চুপচুপি বলে দলিনে, রক্ত বরে হবার জায়গায় তা ঝুলিয়ে দবি। অতঃপর তিনি জানাবাত (অপবিত্রতা) এর গোসল সম্পর্কেও জিজ্ঞেসা করেন। তিনি বললেন: পানি দ্বারা সুন্দরভাবে পবিত্র হব। তারপর মাথায় পানি ঢালে দিয়ে ভাল করে রগড়ে নবি যাত চুলেরে গোটায় পানি পটোঁছো যায়। তারপর গায় পানি বইয়ে দবি। আয়শো (রাঃ) বলেন: আনসারদের মহলিরা কতই না ভাল! দ্বীন জিঞানে প্রজ্ঞা অর্জনে লজ্জাবোধ তাদের জন্য বাধা হয় না।”

এতে দেখে গলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হায়যেরে গোসল ও জানাবাতেরে গোসলের মধ্যে চুল রগড়ানো ও সুগন্ধি ব্যবহারেরে ক্ষেত্রে পার্থক্য করছেন।

তনি:

জমহুর আলমেরে মতে, ওয়ু ও গোসলের সময় বস্মিল্লাহ পড়া মুস্তাহাব। আর হাম্বলি মাযহাবেরে আলমেগণ বস্মিল্লাহ



পড়াকে ওয়াজবি বলছেন।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন: হাম্বলি মাযহাব মতে, ওযুতে বস্মিল্লাহ পড়া ওয়াজবি। তবে এই মর্মে সরাসরি কোন দলিল নাই। কিন্তু তাঁরা বলেন: ওযুতে যহেতে ওয়াজবি; সুতরাং গোসলে ওয়াজবি হওয়া আরও বেশি যুক্তযুক্ত। কেননা গোসল বড় পবিত্রতা।

তবে সঠিকি অভিমিত হচ্ছে, বস্মিল্লাহ পড়া ওয়াজবি নয়। ওযুর মধ্যও নয়, গোসলের মধ্যও নয়। [আল-শারহুল মুমতী থেকে সমাপ্ত]

চার:

গোসলের মধ্য গড়গড়া কুলি ও নাকে পানি দিয়া অবশ্যই থাকতে হবে; যমেনটি এটি হানাফি ও হাম্বলি মাযহাবের অভিমিত। ইমাম নববী এ সংক্রান্ত মতভেদে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন: গড়গড়া কুলি ও নাকে পানি দিয়া সম্পর্কে আলমেগণের চারটি অভিমিত রয়েছে:

১। ওযু ও গোসল উভয় ক্ষেত্রে এ দুইটি সুন্নত। এটি শাফয়েি মাযহাবের অভিমিত।

২। ওযু ও গোসল উভয় ক্ষেত্রে এ দুইটি ওয়াজবি। ওযু-গোসল শুদ্ধ হওয়ার এজন্য এ দুইটি পালন করা শর্ত। এটি ইমাম আহমাদের মত হিসেবে মশহুর।

৩। গোসলের ক্ষেত্রে এ দুইটি পালন করা ওয়াজবি; ওযুর ক্ষেত্রে নয়। এটি ইমাম আবু হানফি ও তাঁর সাথীবর্গের অভিমিত।

৪। ওযু ও গোসলের ক্ষেত্রে নাকে পানি দিয়া ওয়াজবি; গড়গড়া কুলি করা নয়। এটি ইমাম আহমাদের অভিমিত হিসেবে বর্ণিত। ইবনে মুনযরি বলেন: আমতি এ অভিমিতের প্রবক্তা। [আল-মাজমু (১/৪০০) থেকে সংক্ষেপে ও সমাপ্ত]

অগ্রগণ্য অভিমিত: দ্বিতীয় অভিমিতটি। অর্থাৎ গোসলের ক্ষেত্রে গড়গড়া কুলি করা ও নাকে পানি দিয়া ওয়াজবি। এ দুইটি পালন করা গোসল শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

আলমেদের মধ্য কটে কটে বলছেন: এ দুইটি পালন করা ছাড়া ওযুর ন্যায় গোসলও শুদ্ধ হবে না। কটে বলছেন: এ দুইটি ছাড়াই গোসল শুদ্ধ হবে। সঠিকি হচ্ছে— প্রথম অভিমিত। দলিল হচ্ছে আল্লাহর বাণী: “প্রকৃষ্টভাবে পবিত্রতা অর্জন কর।” [সূরা মায়দা, আয়াত: ৬] এ বাণী গোটো দহকে অন্তর্ভুক্ত করে। নাকের ও মুখের অভ্যন্তরীণ অংশও দহেরে এমন অংশ যা পবিত্র করা ফরয। এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওযুর মধ্য এ দুইটি পালন করার নির্দেশে



দিয়েছেন। যহেতে আল্লাহর বাণী: “তোমাদের মুখমণ্ডল ধৌত কর” এর অধীনে এ দুইটিও অন্তর্ভুক্ত হয়। সুতরাং এ দুইটি যদি মুখমণ্ডল ধোয়ার অধীনে পড়ে যায়; যবে মুখমণ্ডল ধৌত করা ওয়ুর ক্বতেরে ফরয সুতরাং গোসলের ক্বতেরেও এ দুইটি মুখমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত হবে। কনেনা গোসলের ক্বতেরে মুখমণ্ডলের পবিত্রতা ওয়ুর চয়ে তাগদিপূর্ণ।[আল-শারহুল মুমতী থেকে সমাপ্ত]

পাঁচ:

যদি আপনি অতীতে গোসলকালে গড়গড়া কুলি করা কহিবা নাকে পানি দিয়া পালন না করে থাকেন না-জানার কারণে কহিবা যে আলমেগণ এ দুটোকে ওয়াজবি বলনে না তাদের অভিমতের উপর নরিভর করার কারণে সকেষতেরেও আপনার গোসল সহি এবং এ গোসলের ভিত্তিতে আপনার আদায়কৃত নামাযও সহি; আপনাকে সে সকল নামায পুনরায় পড়তে হবে না। যহেতে গড়গড়া কুলি ও নাকে পানি দিয়া সংক্রান্ত আলমেগণের মতভদে অত্যন্ত শক্তিশালী যমেনটি ইতিপূর্বে আলোচতি হয়েছে।

আল্লাহ সকলকে তাঁর পছন্দনীয় ও সন্তোষজনক আমল করার তাওফিকি দিনি।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।